দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

অনুমোদন বাতিল হতে পারে দেড় শতাধিক কলেজের

এম এইচ রবিন ●

মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার পর পরই শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তিযুদ্ধ। নামসর্বস্ব কলেজগুলো আগে নানাবিধ কৌশলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিত। বর্তমানে অনলাইনে ভর্তি নেওয়ায় এ ধরনের কলেজ আগের মতো শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরাও তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ইমেজ সংকটে পড়েছে নামসর্বস্ব এসব কলেজ। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রায় গুটিয়ে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

অনুমোদন বাতিল হতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) যাওয়ার উপক্রম। চলতি বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ হয়েছে গত ৫ জুন। আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পছন্দের প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করতে হবে। না হলে তাদের আবেদন বাতিল করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৩ এবং তৃতীয় পর্যায়ের ১৮ জুন ফল প্রকাশ হবে। ভর্তি নেওয়া হবে ২০ থেকে ২২ এবং ২৮ ও ২৯ জুন।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, এবার দেশের সবকটি বোর্ডের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পরও ১৪ লাখ ৩০ হাজার ২৮৭টি আসন শূন্য থাকবে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আসন রয়েছে ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৯টি। এ ছাড়া আবেদন করেনি এমন শিক্ষার্থী রয়েছে এক লাখের মতো। ফলে ভর্তি সম্পন্ন করার পরও ১৫ লাখ আসন খালি পড়ে থাকবে। যার কারণে সরকার উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির আসন কমিয়ে আনার চিন্তা করছে। এ ছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোনো আবেদন পড়েনি এবং সর্বনিম্ন ১০টির কম আবেদন পড়েছে সেসব কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান বলেন, সরকার নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কঠোর। গত বছর ভর্তির জন্য যেসব কলেজে আবেদন জমা পড়েনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সারা দেশ থেকে এমন শতাধিক কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আসনের চেয়ে কম শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া প্রতিষ্ঠানের আসনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ১ জুলাই ভর্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই তালিকায় কয়টি প্রতিষ্ঠান থাকবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে শিক্ষার্থী কম ভর্তি হলে আসন কমানো এবং বন্ধ করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জানা গেছে, এবার একাদশ শ্রেণিতে ৮টি সাধারণ বোর্ডের অধীনে ১৭টি কলেজ, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ৫৫টি মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীন ৭১টি প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে।

এদিকে একজন শিক্ষার্থীও ভর্তির জন্য আবেদন করেনি এমন প্রতিষ্ঠান আছে ৬টি। সেগুলো হলো– নববাগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা, কঁচারিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খন্দকার আবু সাইদ আদর্শ সায়েন্স কলেজ, মুন্সীর তালুক গার্লস আলিম মাদ্রাসা, মাহমুদপুর রসুলপুর হামিদিয়া আলিম মাদ্রাসা, আদিয়াবাদ ইসলামিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ।

১০টির কম আবেদন পড়েছে শেরপুরের বালুরচর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাদেশ মসিউর-উল-হক মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাদেশ কমিউনিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শেখ খলিফা বিন জায়েদ বাংলাদেশ ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাদেশ স্কুল অ্যান্ড কলেজে, বাংলাদেশ ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শেরকলি আদর্শ কলেজ, শহীদ দুলাল পাইলট গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, সরদার কাজীমুদ্দিন টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম জেনারেল কলেজ, পীরগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দুর্গাপুর আদর্শ ওমেনস কলেজ, চন্দন কথা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাতরাই সাইন্স অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজ, চোহনগাছা ওমেনস কলেজ, লাউরাতি কলেজ, ড. সাইফুর রহমান ওমেনস কলেজ। ফুলমালির চলা ফাজারগঞ্জ আলিম মাদ্রাসা, মৌলভীবাজার আরাজি আলিম মাদ্রাসা, বেলাচি মদিনাতুল উলুম গার্লস আলিম মাদ্রাসা, বাসুদেবপুর ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, গনগড়া ইসলামিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, সিয়ামপুর কাজী ইসলামিয়া ইসমাইল হোসেন আলিম মাদ্রাসা, হানখালি ফাজিল মাদ্রাসা, কদমতলি গার্লস দাখিল মাদ্রাসা, সাকুরপাড়া আকবর আলী শাহ আলিম মাদ্রাসা, মির কামরাইল আইডিয়াল দাখিল মাদ্রাসা, শম্ভুদিয়া আজিজিয়া আলিম মাদ্রাসা, তাফাল বাড়িয়া হোসাইনিয়া আলিম মাদ্রাসা, চক দোমাদি আইইউ আলিম মাদ্রাসা, সালুভিটা আলিম মাদ্রাসা, আয়েশা বশিরুল দাখিল মাদ্রাসা, দুখনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চর কাশিমপুর আলিম মাদ্রাসা, পাইখান আকবরিয়া ইউসুফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, কারমুডাঙ্গা জোহালিয়া আলিম মাদ্রাসা। আরএনডি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, গানগারা ইসলামিয়া বিএম মহিলা কলেজ, দেওয়ানগঞ্জ সরকার বাজার হুজুরপাড়া গার্লস কলেজ, শাহজাহানপুর মহিলা টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ, দাওয়াতুল ইসলাম টেকনিক্যাল কলেজ, দর্শনপাড়া শহীদ কামরুজ্জামান কলেজ, রয়েল মহিলা বিএম কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তিনজন, আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া কলেজ, চরখালিখান আদর্শ ডিগ্রি কলেজে ছয়জন, কদমতলা পূর্ব বাসাবো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিলকণ্ঠ ডিগ্রি কলেজ, ডিআর ট্যাকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম গার্লস ইনস্টিটিউট, শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ আটজন, বাংলাদেশ নারী শিক্ষা টেকনিক্যাল কলেজ, ঢাকা সিটি ওইমেন বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়, আব্দুল গফুর ভূঁইয়া কলেজ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গার্লস কলেজ, সালাইপুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজসহ আরও রয়েছে।